দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

১২২ প্রাইমারি স্কুল পরিদর্শনের জন্য দুইজন কর্মকর্তা

■ নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

নাসিরনগর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে পাঁচটি ক্লাস্টারে ১২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা মনিটরিংয়ের জন্য মাত্র দু'জন উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা রয়েছেন।

ফলে প্রয়োজনীয় জনবল সংকটের কারণে একদিকে যেমন অফিসের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে অন্যদিকে মাঠপর্যায়েও বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, একজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৬ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ৩ জন অফিস সহকারী, একজন হিসাব রক্ষক ও একজন এমএলএসএস(পিয়ন) পদের বিপরীতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, দু'জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা এবং দু'জন অফিস সহকারী কর্মরত রয়েছেন। চতুর্থ শ্রেণীর কোন কর্মচারী নেই দীর্ঘদিন ধরে। ৩ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় অন্য দু'জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাকে মাঠপর্যায়ের কাজে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাস্টার ট্রেনিং এবং শিক্ষকদের হাজিরার বিষয়টি তদারকি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া ৪ জন অফিস সহকারীর স্থলে মাত্র ২ জন কর্মরত থাকায় এর দুরবস্থার প্রভাব পড়ছে উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হেমায়েতুল ফারুক ভূইয়া জানান, প্রতিটি ক্লাস্টারের একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের কথা থাকলেও কর্মকর্তার অভাবে অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। ফলে কাজ করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অবগত করা হয়েছে।